**প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা**
**প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

| |
|---|
| **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা** |
| জেলার নাম: **ঢাকা** |
| সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **৩৫ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)** |

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | সাতগম্বুজ মসজিদ (সাত মসজিদ) | | মোহাম্মদপুর<br><br>সাত মসজিদ রোড | ২৩°৪৫'২৭.৮" উ.<br>৯০°২১'৩২.৩" পূ. | গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২২৩<br><br>০৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭ | এটি ১৭ শতকে বাংলাদেশে নির্মিত মোগল স্থ্যাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। জনশ্রুতি রয়েছে মসজিদটি শায়েস্তা খান নির্মাণ করেন। মসজিদটি চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং সামনের খোলা প্রাঙ্গণে রয়েছে কয়েকটি বাঁধানো কবর। উত্তর দক্ষিণে লম্বা মসজিদের পূর্ব দেয়ালে তিনটি খাঁজকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। প্রবেশ পথ বরাবর পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব তন্মধ্যে মাঝের মিহরাবটি বড়। ছাদে তিনটি মনোরম গম্বুজ এবং চারকোণে সমান আকারের চারটি গম্বুজ রয়েছে একারণেই মসজিদটি সাত গম্বুজ মসজিদ নামে পরিচিত। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি। এর গঠন প্রণালী ও স্থাপত্যশৈলী মোগল স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। |
| ২. | সাত মসজিদ সন্নিকটস্থ সমাধিসৌধ | | মোহাম্মদপুর | ২৩°৪৫'২৯.৮"উ.<br>৯০°২১'৩৬.০"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২৯ আগস্ট, ১৯৮৪ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৮৯) | সাত মসজিদের পূর্ব দিকে বাগান পেরিয়ে পাকা সড়কের পাশে উঁচু মঞ্চের উপর সমাধিটির অবস্থান। সমাধি সৌধটি বর্গাকার ভূমি নকশায় নির্মিত। ইট, সুরকির ইমারতটির ছাদ ভল্ট করা একটি গম্বুজে আবৃত। প্রধান প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে। মসজিদের স্থাপত্যিক গঠন শৈলীতে মোঘল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধারণা করা হয় এর নির্মাণকাল সাত মসজিদের সমসাময়িক সময়ের। |
| ৩. | খান মোহাম্মদ মৃধা মসজিদ | | লালবাগ | ২৩°৪৩'১৫.১"উ.<br>৯০°২৩'০২.৯"পূ. | গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গলের প্রজ্ঞাপন নম্বর: ২১৭ টি.জি<br><br>৪ মে, ১৯১৪ | লালবাগ কেল্লা থেকে তিনশ মিটার পশ্চিমে হাতের ডানে একটি প্রাচীর ঘেরা চত্বরে দুই তলা মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদের গায়ে স্থাপিত শিলালিপি অনুযায়ী সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৪ খ্রিঃ খাঁন মোহাম্মদ মৃধা এটি নির্মাণ করেন। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | **লালবাগ দুর্গঃ** | | | | | |
| ৪. | **লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব তোরণ** | | লালবাগ | ২৩°৪৩'০৫.২"উ. ৯০°২৩'২২.৩"পূ. | ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট<br><br>০৬ অক্টোবর, ১৯০৯ | লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ তোরণটি সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। তোরণটি তিন তলা বিশিষ্ট। পাথরের খিলানাকৃতির তোরণটির ভেতরের অংশ চারকোণাকার। এর ছাদে দু'দিকে দু'টি অষ্টকোণাকৃতির মিনার, যা উপরে গিয়ে কিউপলা সৃষ্টি করেছে। তোরণের দু'দিকে দু'টি প্রহরী কক্ষ এবং পূর্ব পশ্চিমে দ্বিতীয় তলায় উঠার সিঁড়ি। ভেতরের ছাদ গম্বুজ আকৃতির। দক্ষিণ দিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য দু'টি ছোট বারান্দা। বারান্দার উপরের অংশ অর্ধ গম্বুজাকৃতির। দেয়ালে প্যানেল নকশা রয়েছে। |
| ৫. | **লালবাগ দুর্গ মসজিদ** | | লালবাগ | ২৩°৪৩'০৭.৫"উ. ৯০°২৩'১২.৯"পূ. | ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট<br><br>০৬ অক্টোবর, ১৯০৯ | লালবাগ দুর্গের পশ্চিম প্রান্তের মাঝামাঝি অংশে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির অবস্থান। পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। প্রবেশ পথের উপরে ও পাশে আয়তাকার প্যানেল নকশা বিদ্যমান। মসজিদটি শাহজাদা আযম ১৬৭৮ খ্রি. নির্মাণ করেন। নির্মাণ উপাদান ইট, চুন ও সুরকি। |
| ৬. | **লালবাগ দুর্গের হাম্মাম** | | লালবাগ | ২৩°৪৩'০৭.৯" উ. ৯০°২৩'১৯.৬" পূ. | ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট<br><br>০৬ অক্টোবর, ১৯০৯ | লালবাগ দুর্গের ভেতরে পুকুরের পশ্চিম পাশে এবং বিবি পরির সমাধির পূর্ব পাশে আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত দরবার হল ও হাম্মাম ভবন। এটি স্থানীয় স্থাপত্য রীতির সাথে মোঘল স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রনে তৈরি। ভবনের নিচ তলায় তিনটি কক্ষ যার অনুরূপ তিনটি কক্ষ দ্বিতীয় তলায় রয়েছে। নিচ তলার পশ্চিমে হাম্মাম খানা। নির্মাণ উপাদান হিসেবে ইট, চুন ও সুরকি ব্যবহার করা হয়েছে। |
| ৭. | **পরিবিবির মাজার** | | লালবাগ | ২৩°৪৩'০৭.৭"উ. ৯০°২৩'১৫.৫"পূ. | ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট<br><br>০৬ অক্টোবর, ১৯০৯ | লালবাগ দুর্গের ভেতরের মসজিদ ও হাম্মামের মাঝামাঝি স্থানে সমাধি সৌধ এর অবস্থান। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত ইমারতটি একটি উঁচু পাথরের বাঁধানো মঞ্চের উপর স্থাপিত। সমাধির ভেতরে মোট নয়টি কক্ষ। কেন্দ্রীয় কক্ষে বিবিপরির সমাধি। সমাধি কক্ষের চারদিকে চারটি দরজা। পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে দেয়ালের দরজা গুলো মার্বেল পাথরের সুশোভিত জালি দিয়ে আবৃত। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮. | **শাহী মসজিদ** | 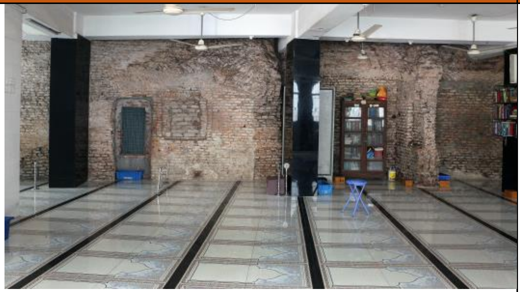 | আজিমপুর | ২৩°৪৩'৩৭.৯"উ.<br>৯০°২২'৫৩.৫"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০৮ মার্চ, ২০১৮<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-১১৬) | ঢাকা শহরের আজিমপুর গোরস্থানে আজিমপুর শাহী মসজিদটির অবস্থান। উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় ১৭৪৬ সালে নবাব আলিবর্দি খানের সময় ফয়জুল্লা কর্তৃক মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে। দুই তলা মসজিদটির নিচের অংশের মঞ্চটি ছিল খিলানযুক্ত। উপরের তলায় মসজিদের মূল অংশ। নিচ তলায় খিলান ও ভল্টের ন্যায় ৮টি কক্ষ রয়েছে। স্থানীয় কর্তৃক মসজিদটির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। |
| ৯. | **বিবি চম্পার সমাধি** | | কোতোয়ালী | - | প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা নং-১১২, ক্রমিক নং-১৮ | ছোট কাটরার উত্তর ফটক থেকে কিছু দূরে পূর্ব দিকে সমাধির অবস্থান। বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত সমাধি সৌধের উচ্চতা ২৪ ফুট। প্রবেশের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা রয়েছে। দুই পাশে সরু মিনার, উপরে আটকোণাকার ড্রামের উপর একটিমাত্র গম্বুজ। |
| ১০. | **আহসান মঞ্জিল সংলগ্ন নওয়াব বাড়ীর মূল ফটক** | | কোতোয়ালী | - | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: সবিম/শাঃ৬/প: ১৯/৯৭<br><br>১০ আগস্ট, ২০০২ | বাংলাবাজার-সদরঘাট মোড় থেকে ১ কিলোমিটার পশ্চিমে এবং আহসান মঞ্জিলের পূর্বে এটি অবস্থিত। নওয়াব বাড়ীর মুল ফটকটি দোতলাবিশিষ্ট স্থাপনা। যার উপরের তলায় প্রহরী কক্ষ ও নহবতখানা রয়েছে। বর্তমানে স্থানীয় কর্তৃক আদি বৈশিষ্ট্য নষ্ট করা হয়েছে। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১১. | **নর্থ ব্রুক হল** (লালকুঠি) | | লালকুঠি ঘাট, কোতোয়ালী | ২৩°৪২'১৬.৪"উ. ৯০°২৪'৪৪.৯"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ ডিসেম্বও, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০২) | বৃটিশ সরকারের রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের নামানুসারে এটি নর্থব্রুক হল নামকরণ হয়েছে। উনিশ শতকের শুরুতে লর্ড নর্থব্রুক বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এটি নির্মাণ করেন। ইমারতের রং লাল হওয়ায় এটি স্থানীয়ভাবে লাল কুঠি নামে পরিচিত। স্থাপনাটি ১৮৭২-৭৬ সালে নির্মিত এবং স্থাপত্য শৈলীতে মোগল ও ইউরোপিয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। |
| ১২. | **রূপলাল হাউজ** | 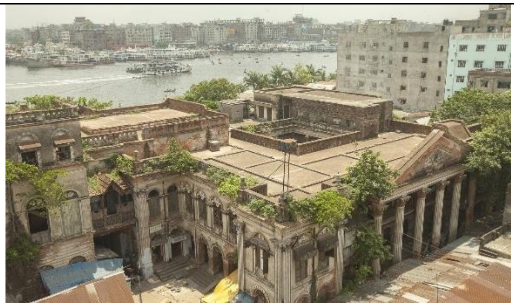 | ফরাজগঞ্জ, কোতোয়ালী | ২৩°৪২'১৪.১"উ. ৯০°২৪'৪৮.৫"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | দুই তলা ইমারতটি দুইভাগে বিভক্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ছাদের উপরে শোভা পাচ্ছে একটি বড় ত্রিভুজ আকারের পেডিমেন্ট। মাঝামাঝি অংশ জুড়ে আছে ভবনের প্রবেশ পথ। ইট, চুন, সুরকির তৈরি এ ভবনের দরজা জানালাগুলোতে কাঠের ভেনেসীয়ান গ্রীল ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁড়িতে অলংকরণ করা লোহা ও খিলানে রঙ্গিন কাঁচ ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রী রূপলাল দাস তাঁর বসবাসের জন্য ভবনটির পশ্চিম অংশ তৈরি করেন এবং তাঁর ছোট ভাই রঘুনাথ দাস পূর্ব দিকে ভবনটি সম্প্রসারিত করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। |
| ১৩. | **ওয়াইজ হাউস বর্তমানে ললিতকলা একাডেমি** | | **ওয়াইজ ঘাট, কোতোয়ালী** | ২৩°৪২'২৬.১"উ. ৯০°২৪'২৭.৭"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>১৮ অক্টোবর, ২০১৮ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬৩৬) | ১৯ শতকে নির্মিত ওয়াইজ হাউসে ১৯৫৫ সালে ললিতকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুইতলা এ ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে বড় একটি কক্ষ এবং পশ্চিমে আরো চারটি কক্ষ রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় ওঠার সিঁড়িতে কাঠের উপর সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। ছাদ কড়ি বর্গা দ্বারা তৈরি। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| **১৪.** | **আর্মেনিয়ান চার্চ** | | আরমানিটোলা | ২৩°৪২'৪৪.৬"উ.<br>৯০°২৪'০৭.৮"পূ. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নম্বর: ৪৩.০০.০০০০.১১৪. ০১৬.১০৯.১৪-২৬২<br>৩০ মার্চ, ২০১৬ | আনুমানিক ১৮ শতকের দিকে নিকোলাস পগোজ নামক ব্যক্তি আরমেনিয়ান চার্চটি নির্মাণ করেন। চার্চটির চতুর্দিকে ৩৮৪টি পাকা কবর রয়েছে। কবরগুলোর মধ্যে মার্বেল পাথরে কাজ করা সারকোফেগাস, ফলক, কারুকাজ ও ভাস্কর্য রয়েছে। |
| **১৫.** | **বড় কাটরা** | | চকবাজার | - | বাংলাদেশ গেজেট ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০২) | **বড় কাটরা:**<br>চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে মোগল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন বড় কাটরার অবস্থান। ইমারতটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ১৬৪৪ খ্রিঃ শাহ সুজার বাসস্থান হিসেবে আবুল কাশেম এ কাটরা নির্মাণ করেন। এতে মোগল স্থাপত্যশৈলীর সকল বৈশিষ্ট্যের ধারা লক্ষ্য করা যায়। ইমারতটির বিভিন্ন অংশ বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণের আদি অংশটুকু অক্ষত রয়েছে। দক্ষিণ দিকটি তিন তলা যার সামনে রয়েছে প্রবেশ তোরণ। |
| **১৬.** | **ছোট কাটরা** | 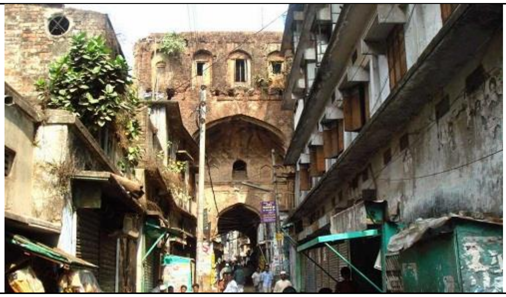 | চকবাজার | | বাংলাদেশ গেজেট ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০২) | বড় কাটরা থেকে প্রায় দু'শ মিটার পূর্বে ছোটকাটরা অবস্থিত। আয়াতকার ভূমি পরিকল্পনায় বড় কাটরার সাথে একই সময়ে এটি নির্মিত। এর স্থাপত্যিক গঠনশৈলী বড় কাটরার অনুরূপ তবে আকারে ছোট। ইমারতটিতে দু'টি তোরণ রয়েছে। দক্ষিণের তোরণটি তিন তলা, উত্তরের তোরণটি দুই তলা। দক্ষিণ বাহুর পূর্বে এবং পশ্চিমে আটকোণাকার দু'টি টাওয়ার দৃশ্যমান। এ ভবনে অসংখ্য ছোট-বড় কক্ষ রয়েছে। ১৬৬৩ খ্রি: শায়েস্তা খানের আমলে ছোট কাটরা নির্মাণ করা হয় |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| **১৭.** | **হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি ও মসজিদ** | 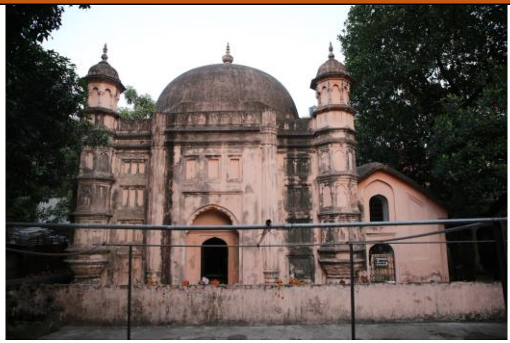<br>সমাধি<br> <br>মসজিদ | রমনা | ২৩°৪৩'৪৫.৬"উ.<br>৯০°২৪'০১.৩"পূ. | পাকিস্তান গেজেট<br>২৪ নভেম্বর, ১৯৫০ | **সমাধি:**<br>সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের পূর্বে হাজী খাজা শাহবাজের সমাধি অবস্থিত। বর্গাকৃতি দক্ষিণমূখী মাজারটি এক কক্ষবিশিষ্ট। ছাদের উপরে একটি গম্বুজ এবং মাজার কক্ষের সামনের বর্ধিত অংশে দোচালা ছাদযুক্ত একটি বারান্দা রয়েছে। মাঝখানে একটি খিলান দরজা বিদ্যমান।<br><br>**মসজিদ:**<br>হাজী খাজা শাহবাজ সমাধি কমপ্লেক্সের পশ্চিম দিকে প্রাচীর বেষ্টিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি পাশের সমতল ভূমি থেকে ২ মিটার উঁচু একটি চত্বরের উপর অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, মসজিদের চারকোণে চারটি অষ্টকোণাকার মিনার রয়েছে। মসজিদটি নির্মাণের উপকরণ হিসাবে ইট, চুন, সুরকি ও পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের মাঝখানের প্রবেশপথের উপরে শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৬৭৯ খ্রিঃ হাজী খাজা শাহবাজ এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। |
| **১৮.** | **ঢাকা শহরস্থ কার্জন হল সংলগ্ন 'মুসা খান মসজিদ'** | | রমনা | ২৩°৪৩'৩৬.৪" উ.<br>৯০°২৪'০২.৯" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>৬ জুলাই, ১৯৯৫ | আয়তাকার ভূমি নকশায় দুই তলা মসজিদটি একটি মঞ্চের উপর স্থাপিত। মসজিদটির নিচ তলায় কয়েকটি কক্ষ এবং পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানাকৃতির দরজা রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব এবং পূর্ব দিকে একটি খোলা বারান্দা আছে। স্থাপত্যকৌশল দেখে মনে হয় শায়েস্তা খান এর আমলে বা তার পরে এটি নির্মাণ করা হয়। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১৯. | নিমতলী দেউরী | | রমনা | ২৩°৪৩'২৮.০" উ. ৯০°২৪'০৮.৭" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>২১ আগস্ট, ২০০৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬৮৯) | পুরাতন ঢাকার নিমতলিতে এ দেউরীটি অবস্থিত। আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত ইমারতটি মূলত: বহু কক্ষ বিশিষ্ট একটি তিন তলা তোরণ বা ফটক। নায়েব নাজিম জেসারত খাঁর আবাসিক ভবন হিসেবেও পরিচিত নিমতলি কুঠি বা প্রাসাদে প্রবেশের জন্য এর পশ্চিম দিকে তোরণটি নির্মিত হয়েছিল। |
| ২০. | সূত্রাপুর জমিদার বাড়ী | | সূত্রাপুর | ২৩°৪২'১৬.৪"উ. ৯০°২৫'০৭.০"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | বাড়ীটি দুই তলা বিশিষ্ট; প্রায় এক একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমারতের সম্মুখে করিনথিয়ান স্তম্ভ এবং বারান্দা। ভেতরে বিভিন্ন আকৃতির ৩৫ টি কক্ষ ও বর্গাকৃতির একটি উন্মুক্ত অঙ্গনের তিন দিকে ইমারতের সারি এবং কারুকার্যে সুশোভিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রেবতী মোহন দাস নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সূত্রাপুর জমিদার বাড়ীটি নির্মাণ করেন। |
| ২১. | শংখনিধি হাউজ | 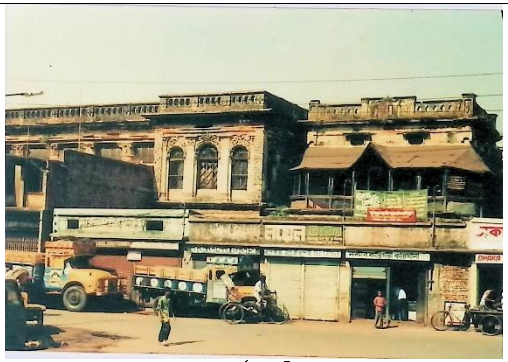<br>পূর্বের ছবি | সূত্রাপুর | ২৩°৪২'৫৫.৮"উ. ৯০°২৪'৫৬.৫"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | শংখনিধি হাউস ১৯২১ সালে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। লাল মোহন শাহ বণিক ও গৌর নিতাই শাহ বণিক নামক দুই ভাই এর মালিক ছিল। স্থানীয় কর্তৃক এটি ভেঙ্গে দোকান পাট, বহুতল ভবন, কলকারখানা নির্মিত হয়েছে। পুরাকীর্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | বর্তমান ছবি (২০১৪) | | | | |
| ২২. | **রাধাকৃষ্ণ মন্দির** | | সূত্রাপুর | - | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | টিপু সুলতান রোডে বর্তমানে গ্রাজুয়েট হাই স্কুল ও সলিমুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন একতলা রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের অবস্থান। এক মিটার উঁচু মঞ্চের উপর স্থাপিত মন্দিরটির খিলানগুলো বহু খাঁজ বিশিষ্ট। মন্দিরটি চুন, সুরকি ও ইটের দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৯ শতক। |
| ২৩. | **ভজহরি লজ** | | সূত্রাপুর | - | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে টিপু সুলতান রোডের উত্তর পাশে বিলুপ্ত ভজহরি লজের স্থান। এটি একটি দুই তলা বিশিষ্ট দালান। বর্তমানে এটির কোন অস্তিত্ব নেই। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২৪. | কলম্বো শাহীব এবং জোসেফ প্যাগেট সমাধি | <br>কলম্বো সাহীব সমাধি<br> <br>জোসেফ প্যাগেট সমাধি | সূত্রাপুর | - | ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট<br><br>০৬ অক্টোবর, ১৯০৯ | **কলম্বো সাহীব সমাধিঃ**<br>কলম্বো শাহীব সমাধিটি বাহিরের দিক থেকে দেখতে দোতলা টাওয়ারের মত। নিচের তলা চার কোণাকার এবং উপরের তলাটি আট কোণাকার ।প্রতিটি কোণায় একটি করে বুরুজ রয়েছে। ছাদ আট কোণাকার গম্বুজে ঢাকা, এর চূড়া কলস ফিনিয়েলে সুশোভিত। গম্বুজের নিচে ফ্রেস্কো রয়েছে। সমাধি সৌধে মোট আঠারটি শিলালিপি আছে।<br><br>**জোসেফ প্যাগেট সমাধিঃ**<br>কলম্বো শাহীবের সমাধির ঠিক পশ্চিমে পূর্ব-পশ্চিম দিক নির্দেশনায় নির্মিত একটি পাকা সমাধি। এর উত্তর-দক্ষিণে পাঁচটি করে খিলান নকশা রয়েছে। পূর্ব দিকে পাথরের লিপি। সমাধিস্থ জোসেফ প্যাগেটের পুরো নাম চ্যাপলিন রেভারেন্ড জোসেফ প্যাগেট। তিনি কলকাতার মন্ত্রী ছিলেন এবং ২৬ বছর বয়সে ১৭২৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। |
| ২৫. | রোজ গার্ডেন | | কে এম দাস লেন, নারিন্দা | ২৩°৪৩'০৫.৯"উ. ৯০°২৫'৩৪.৮"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ ডিসেম্বর ১৯৮৯ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৩) | ১৯৩০ সালে ব্যবসায়ী হৃষিকেশ দাশ এ বাড়িটি নির্মাণ করেন। ১৯৩৬ সালে হৃষিকেশ দাশের নিকট হতে ব্যবসায়ী খান বাহাদুর কাজী আবদুর রশিদ বাড়িটি ক্রয় করেন। ১৯৩৭ সালে কাজী আবদুর রশিদ সপরিবারে এ ভবনে বসবাস শুরু করেন এবং নতুন নামকরণ করেন রশিদ মঞ্জিল। বাড়িটি পশ্চিমমুখী ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি দ্বিতল এবং এর ছাদ একটি অর্ধগোলাকার গম্বুজে ঢাকা। সম্মুখে ৬টি কোরিনথিয়ান পিলার দেখা যায়। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ২৬. | **ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকার ১৩নং সড়কের (নূতন ৬) প্রাচীন ঈদগাহ** (ধানমন্ডি পুরাতন ঈদগাহ) | | ধানমন্ডি | ২৩°৪৪'৩৫.১"উ<br>৯০°২২'২৬.৮"পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০৫ মার্চ ১৯৮১ | পাশের সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা ১.২ মিঃ। চারদিকে উঁচু প্রাচীর ঘেরা প্রত্যেক কোণে একটি করে সরু বুরুজ এবং প্রাচীরগুলোতে কিছু দূর পর পর সারিবদ্ধভাবে খিলান দরজা বিদ্যমান। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে একটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের দু'পাশে খাঁজকাটা ধনুকাকৃতির প্যানেল, এর উভয় দিকে তিনটি করে ছোট অগভীর মিহরাব। এক সময় কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে শিলালিপি ছিল যার বিবরণী অনুযায়ী সুবেদার শাহ সুজার দেওয়ান মীর আবুল কাশেম ১৬৪০ খ্রিঃ ঈদগাহটি নির্মাণ করেন। এ প্রাচীন ঈদগাহটিতে এখনও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। |
| ২৭. | **দেওয়ান বাজার কলেজ মসজিদ** | - | নিউমার্কেট | - | কলকাতা গেজেট<br><br>৮ মার্চ, ১৯১৬ | অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই |
| ২৮. | **বেরাইদ ভূইয়াপাড়া জামে মসজিদ-এর 'আদি অংশটুকু'** | | বাড্ডা | - | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২০ জুন, ২০০২ | বেরাইদ ভূঁইয়া পাড়ায় অবস্থিত মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এর চার কোণে চারটি বড় আটকোনাকার মিনার। মাঝখানে আরও দু'টি করে ছোট মিনার। দেয়ালে বর্গাকার ও আয়াতকার প্যানেল। প্যারাপেটে মারলন অলংকৃত। গোলাকার গম্বুজটির নিচের অংশ আট কোণাকার ড্রামের উপর স্থাপিত। নির্মাণ উপাদান হিসেবে ইট, চুন ও সুড়কি ব্যবহৃত হয়েছে। নির্মাণ কৌশল থেকে অনুমিত হয় এটি মোগল যুগীয়। মসজিদের বাহিরের ফলকে এর সময়কাল ১৫০৫ খ্রিঃ লেখা রয়েছে। |
| ২৯. | **রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদ ও রাজাসন** | <br>রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদ | সাভার | ২৩°৫০'৪৮.১"উ.<br>৯০°১৫'৪৫.৩"পূ. | বেঙ্গল প্রজ্ঞাপন নম্বর ১২৫৮ বিবিধ<br><br>২২ নভেম্বর, ১৯২০ | **রাজা হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদঃ**<br>হরিশ চন্দ্রের প্রাসাদকে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিও বলা হয়ে থাকে। সাভারের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত বংশী নদীর পূর্বতীরে এটি অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনের ফলে হরিশচন্দ্র রাজার ঢিবিতে একটি মাঝারি আকারের নিবেদন স্তূপ এবং এর সংলগ্ন দক্ষিণে একটি বিহারের কাঠামো অনাবৃত হয়েছে। সবচেয়ে উপরের স্তরে একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।<br><br>**রাজাসনঃ**<br>রাজ বাড়ির পূর্বদিকে ছিল রাজাসন। মাঝখানে ছিল বৈদ বা বাইদ বলে কথিত একটি নদীর খাত। স্থানটিতে ছিল অসংখ্য ঢিবি আর এগুলিতে ছিল প্রচুর প্রাচীন ইট ও পাথর। এ সমস্ত ঢিবি ও আশে পাশের স্থান থেকে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| | | রাজাসন | | | | চিত্র পাওয়া যায়। রাজাসনের একটি ঢিবিতে বেসরকারিভাবে খনন কার্য চালানো হলে পোড়ামাটির ফলকে বহুসংখ্যক বুদ্ধ ও অন্যান্য মূর্তি পাওয়া যায়। |
| ৩০. | **রাজা হরিশ চন্দ্রের বুরুজ** | | সাভার | - | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০২ এপ্রিল, ১৯৮৭ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ৯৮) | ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার সাভার বাজার সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড থেকে আনুমানিক ৩০০ মিটার দক্ষিণে ঢাকা-মানিকগঞ্জ মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। রাজা হরিশচন্দ্রের বুরুজ হিসেবে পরিচিত ইটের নির্মিত কাঠামোটি খুব সম্ভবত একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় স্তুপ ছিল। স্থ্যাপত্য শৈলীর দিক দিয়ে এটি শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও পাহাড়পুর বিহারের সাথে এর মিল রয়েছে। এটি পাল পূর্ব অথবা পাল সময়কার নিদর্শন। এটি এখন ধ্বংসপ্রায়। |
| ৩১. | **খোলারাম দাতার মন্দির**<br>(খেলারাম দাতার মন্দির) | | নবাবগঞ্জ | ২৩°৩৯'৩৫.৫"উ.<br>৯০°০৮'৪৫.৪"পূ. | সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন নং- শা: এ/১এ-২৯/৯০-৮৪<br><br>২৫ জুলাই, ১৯৯৯ | এটি দুই তলা বিশিষ্ট একটি মন্দির। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী খেলারাম নামে জনৈক ধনী ও প্রতিপত্তিশালী জমিদার এটি নির্মাণ করেন। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মন্দিরটির নিচ তলায় ১৪টি কক্ষ আছে এবং উপরের তলায় মোট ৯টি কক্ষ রয়েছে। দুই তলার চারকোণে অবস্থিত কক্ষগুলোর ছাদ চৌচালা আকৃতির এবং চারপাশের কক্ষগুলোর ছাদ দোচালা আকৃতির। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৩২. | **জিঞ্জিরা প্যালেস প্রবেশ দ্বার** | | কেরানীগঞ্জ | ২৩°৪২'১৯.৪" উ. ৯০°২৩'৩৪.৪" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>৩১ মার্চ, ২০১৬ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২২৫) | কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিঞ্জিরা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হাউলি এলাকায় অবস্থিত। জিঞ্জিরা প্যালেসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রবেশদ্বার, হাম্মামখানা, ও মূল প্যালেসের কিয়দাংশ রয়েছে। মোগল সুবাদার ইব্রাহিম খান বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬২০-২১ খ্রি. জিঞ্জিরা প্যালেস নির্মাণ করেন। |
| ৩৩. | **জিঞ্জিরা প্যালেস হাম্মামখানা** | | কেরানীগঞ্জ | ২৩°৪২'১৯.৪" উ. ৯০°২৩'৩৪.৪" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>৩১ মার্চ, ২০১৬ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং- ২২৫) | ১৬২০-২১ খ্রিস্টাব্দে জিনজিরা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন তৎকালীন সুবেদার নবাব ইব্রাহিম খাঁ। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরিবার পরিজনকে জরাজীর্ণ জিনজিরা প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং সাথে নবাব আলিবর্দী খাঁর দুই কন্যা ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগমকেও আনা হয়। পরাজিত নবাবের পরিবার-পরিজন জিনজিরা প্রাসাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জরাজীর্ণ ধ্বংসপ্রায় মূল কাঠামোর খুব সামান্য অংশ বিদ্যমান রয়েছে। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো-অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৩৪. | **শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির** | | ঢাকা দক্ষিণ সিটি | | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০৪ মে, ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-২৯১) | সেন রাজ বংশের রাজা বল্লান সেন ১২ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এটি ঢাকার আদি ও প্রথম মন্দির বলে অনেকে ঐতিহাসিক মনে করে। আয়তকার পরিকল্পণায় নির্মিত মুল মন্দিরটি সামনে বারান্দাসহ তিন কক্ষ বিশিষ্ট। মাঝখানের কক্ষে দেবি দূর্গা অন্য দুই কক্ষে শিবমুর্তি ও শিবলিঙ্গ। তিন কক্ষের দরজা কাঠের কাঠামোয় বিচিত্র পত্র, ফুল ও মুর্তির অলংঙ্করণে শোভিত। প্রতিটি ছাদ উপরের দিকে ক্রমশ ছোট চারটি স্তর বা ধাপে নির্মিত। প্রতিটি ছাদের নিম্লাংশ অনেকটা বাংলাদেশের চৌচালা ঘরের আকারে নির্মিত। মন্দিরের কার্নিশে পাপড়ি নকশা বিদ্যমান। মন্দিরের সামনে প্যানেল নকশা রয়েছে। |
| ৩৫. | **জমিদার বাড়ি (ব্রজ নিকেতন)** | | নবাবগঞ্জ | ২৩.৩৯'২৯.৯৯'উ. ৯০° ৮'৩০.৯১' পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৬২৪) | দ্বিতল স্থাপনাটি আয়তকার ভুমি নকশা আদলে ঔপনিবেশিক আমলে নির্মাণ করা হয়েছে। স্থাপনাটির সম্মুখভাবে সারিবদ্ধভাবে পাঁচটি কোরন্থিয়ান কলাম বিদ্যমান রয়েছে। যার নিচের অংশে আয়তাকার নকশা রয়েছে। দোতলার বারান্দায় কাস্টিং রেলিং এর ব্যবহার লক্ষণীয়। দুই পার্শ্বসহ দুই কর্ণারে সিলিন্ডার টারেট ব্যবহার করা হয়েছে। জানালার উপরিভাগে খিড়কি নকশা ও ঢালাই লোহার অলংকৃত পেডিমেন্ট ব্যবহৃত হযেছে। সমতল ছাদ বিশিষ্ট স্থাপনাটি চুন সুরকির গাঁথুনিতে নির্মিত। তবে আস্তরে চুন ও বালির ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনটির অভ্যন্তরে ০৬টি কক্ষ রয়েছে। |